দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 1 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

136

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত

ঢাকা ভার্সিটিতে ৪ জন ছাত্র ছুরিকাহত ঃ ৭ জন প্রহৃত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অব্যাহত সংঘর্ষ এবং সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ঘটনায় ৪ জন ছাত্র ছুরিকাহত এবং অপর ৭ জন ছাত্র প্রহৃত হন।

৪ জন ছুরিকাহত

গতকাল সকালে জগন্নাথ হল ও সূর্যসেন হলে ছাত্র লীগের (মুনা) ৪ জন কর্মী ছুরিকাহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে আটটায় ৫/৬ জন সশস্ত্র তরুণ জগন্নাথ হলে এসে ছাত্রলীগ কর্মী রতন দত্ত, নিত্য গোপাল তুতু ও নিখিল দত্তকে ছুরিকাঘাত করে। আহত তিনজন ছাত্রকে তারা একটি রুমে তালাবন্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরে তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সকাল নয়টায় সূর্যসেন হলে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

ফরিদ আহমেদ নামে ইংরেজী শেষ বর্ষের একজন ছাত্র ছুরিকাহত হন। তিনি ছাত্রলীগ (মুনা) কর্মী বলে জানা গেছে। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছুরিকাহত চারজন ছাত্রের মধ্যে নিখিল দত্তের অবস্থা আশংকাজনক। তার হাতে, পায়ে এবং মাথায় ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট আহত ছাত্রদের দেখতে গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান।

ছাত্রলীগ (মুনা) গতকাল এক বিবৃতিতে সংগঠনের ৪ জন নেতা ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনার জন্য একটি চিহ্নিত মাস্তান গ্রুপকে দায়ী করে এবং অভিযোগ করে যে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত তিনজনের নেতৃত্বে এই মাস্তান গ্রুপ হামলা চালিয়ে সংগঠনের ৪ জন নেতাকে আহত করে।

ছাত্রদল কর্মী প্রহৃত

সকাল সাড়ে আটটায় মধুর ক্যান্টিনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মহানগরী শাখার একজন কর্মী প্রতিপক্ষ একজন তরুণের হাতে প্রহৃত হয়। ক্যান্টিনের চেয়ারের 'দখল' নিয়ে এ ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ সময় মধুর ক্যান্টিন এলাকায় দু' পক্ষের মধ্যে একদফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

৬ জন শিবির কর্মী প্রহৃত

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় ৬ জন শিবির কর্মী প্রতিপক্ষ সংগঠনের কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ ১ম বর্ষের ছাত্র এমদাদ হোসেন দুপুরে পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসলে একদল ছাত্র তার উপর হামলা চালায়। একই সময়ে কলা ভবনের সামনে মাহাবুবুর রহমান নামে সমাজবিজ্ঞান ১ম বর্ষের এক জন ছাত্রকে প্রহার করা হয়।

এছাড়া ইকবাল হোসেন, হায়দার আলী, বনি আমিন ও নূরুজ্জামান নামে আরো ৪ জন শিবির কর্মী প্রতিপক্ষ সংগঠনের কর্মীদের হাতে নাজেহাল হন।